একক ১০ ❐ গ্রন্থাগার ঃ সম্প্রসারণমূলক কার্যসূচি

গঠন

১০.১ প্রস্তাবনা
১০.২ সংজ্ঞা
১০.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১০.৪ প্রয়োজন
১০.৫ সীমাবদ্ধতা
১০.৬ কার্যাবলি
১০.৬.১ বক্তৃতা ও গোষ্ঠী সম্বন্ধীয় কাজ
১০.৬.২ প্রদর্শনী ও প্রদর্শন
১০.৬.৩ প্রকাশনা ও অন্যান্য মুদ্রিত বিষয়বস্তু
১০.৬.৪ জনসংযোগ
১০.৬.৫ শিশুদের জন্য সম্প্রসারণ কাজকর্ম
১০.৬.৬ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি
১০.৬.৭ বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়ন
১০.৬.৮ ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা
১০.৬.৯ ডাকযোগ ও ফোনের মাধ্যমে তথ্য পরিষেবা
১০.৭ বিশেষ জনগোষ্ঠী
১০.৮ নতুন প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ
১০.৯ উপসংহার
১০.১০ অনুশীলনী
১০.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ প্রস্তাবনা

সাধারণ গ্রন্থাগার বিকাশের ঊষালগ্ন থেকে, গ্রন্থাগার পরিষেবা বা গ্রন্থাগার বহির্ভূত কার্যাবলি কোনো-না-কোনো রূপে বিদ্যমান ছিল। ১৮৭৯ সালে বৈদ্যুতিক আলোর আবির্ভাব হল। সম্ভবতঃ গ্রন্থাগার পরিষেবার সম্প্রসারণে বৃহত্তম একক অবদান। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বৃহত্তর দিন বেশি সময় ধরে পড়াশোনাকে সম্ভবপর করে তুলেছিল এবং এর সঙ্গেই পড়ার উপকরণ-এর দাবীও বেড়েছিল। গ্রন্থাগার ব্যবহারকে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রন্থাগারিকগণ গ্রহণ করলে, গ্রন্থাগার-পরিষেবার সম্প্রসারণ বেড়েছিল। দৃষ্টিভঙ্গির এই নাটকীয় পরিবর্তনের পূর্বে, গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ছিল সংগ্রহকারীর তালিকা প্রস্তুতকারী ও অভিভাবকের। পদ্ধতিতে, গ্রন্থাগারগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ গ্রন্থাগারিকদের কাজে গ্রন্থাগারের মূল্য ও স্থান বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে—সম্প্রসারণ কাজ, সাম্প্রতিককালে, বহু পরিবর্তিত হয়েছে।

১০.২ সংজ্ঞা

সম্প্রসারণ কর্মসূচির সংজ্ঞা হল বিভিন্ন কাজকর্ম বর্ধিত করা, গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অন্যথায় অজ্ঞ হয়ে থাকত এমন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছোনোর লক্ষ্যে এইসব কাজকর্ম করা হয়ে থাকে এবং এইসব কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে—বক্তৃতা সমাজ, পাঠচক্র, আলোচনা গোষ্ঠী গঠন করা এবং কারাগার, সমিতি, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার সমিতির জন্য বই-এর ব্যবস্থা করা। গ্রন্থাগার পরিষেবা ও পুস্তক ভাণ্ডার-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গ্রন্থাগারের মধ্যে বক্তৃতা, ফিল্ম প্রদর্শন-এর ব্যবস্থা করা এবং গ্রন্থাগারের বাহিরে আলোচনা ও পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা গ্রন্থাগার কর্মসূচির অর্থ হিসাবে স্থান পেতে পারে। দ্বি অংশের সংজ্ঞা, সাধারণত, হল বিভ্রান্তিজনক। ম্যাকক্যালভিন (McCalvin)-এর বিবেচনায় এটি হল "পাঠকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির একটা মাধ্যম এবং পরবর্তী সময়ে অধিকসংখ্যক জনগণের কাছে গ্রন্থাগারকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার মাধ্যম।"

১৯৮৩ সালের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের এ.এল.এ (ALA) পরিভাষার (Glossary) মতে, এটি হল "ব্যক্তি ও সংগঠনকে দেওয়া উপাদান ও পরিষেবা (উপদেশমূলক পরিষেবাসমূহ) গ্রন্থাগারের নিয়মিত পরিষেবার বাহিরে, বিশেষত গ্রন্থাগার পরিষেবা সাধারণভাবে চাহিয়া যায় না এমন ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।"

সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে সম্প্রসারণ পরিষেবা হল ব্যবহারকারীদের প্রতি বই এবং অন্য ধরনের তথ্য ধার দেওয়া বা সরবরাহ করার কাজ ; এইসব ব্যবহারকারীরা গ্রন্থাগার থেকে দূরে থাকলে বা কাছে থাকলেও যে-কোনো কারণে গ্রন্থাগারে যেতে পারেন না। সম্প্রসারণ কর্মসূচি দুই ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে ঃ

(ক) গ্রন্থাগারের কাছে পৌঁছাতে পারে না বা পৌঁছায় না—এমন ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো ;

(খ) বই ধার দেওয়া বা সরবরাহ করা ছাড়া, একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যাবশ্যক হিসাবে বিবেচিত অন্যান্য কাজগুলিকে সম্পাদন করা।

১০.৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সম্প্রসারণ কাজের মূল উদ্দেশ্যটি হল—একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক কেন্দ্র হিসাবে গ্রন্থাগারকে গড়ে তোলা। আরেকটি উদ্দেশ্য হল—অ-পাঠককে পাঠকে রূপান্তরিত করা। গ্রন্থাগারকে পরিষেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হলে, গ্রন্থাগারের উচিত হবে পরিষেবা প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানো। এরূপ কাজ করার মাধ্যমে, গ্রন্থাগার বহু অ-পাঠককে পাঠকে এবং গ্রন্থাগার অ-ব্যবহারীকে ব্যবহারকারীতে রূপান্তরিত করতে পারে। তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা গ্রহণ করতে, সমাজের সব সদস্যদের বোঝানোর কর্তব্য-এর সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, গ্রন্থাগার জড়িত রয়েছে।

রঙ্গানাথনের মতে, "গুরুত্বপূর্ণ গৌণ বিষয় হিসাবে প্রচারের উপরে সম্প্রসারণ কাজকর্ম আলোকপাত করে।" ম্যাকক্যালভিন (Macalvin)-এর মতে, "এই প্রচার, যদি এক সরাসরি কাজকে প্রভাবিত করতে হয়, অবশ্যই এমন হবে যাতে করে এটি (প্রচার) প্রতি পাঠকের কাছে এক সরাসরি সুনির্দিষ্ট আবেদন করতে সমর্থ হয় ; তার সন্নিহিত এলাকায় গ্রন্থাগারের অস্তিত্বকে এই পাঠক অনুভব করবে—তাই নয়, এই গ্রন্থাগারকে কেন তার ব্যবহার করা উচিত—সেই যুক্তিকেও তাকে অনুভব করতে হবে।" তৃতীয় আইনটি ঘোষণা করে,

"প্রতিটি বই-এর তার পাঠককে পাওয়া উচিত।" এটি জানায় যে (১) বই হল সজীব অস্তিত্ব-সম্পন্ন বস্তু এবং (২) পাঠকদের জন্য প্রতিটি বইকে রচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বই পাঠকের সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী হয়েছে।" অতএব, এটা সুনিশ্চিত করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে যে গ্রন্থাগারে বই থাকা বা পাওয়ার বিষয়টি, যাদের জন্য বই লেখা হয়েছে বা যারা ওই বই পড়তে আগ্রহী হতে পারে—এমন সব পাঠকদের নজরে আনতে হবে। অন্যদিকে, মূক ও বধির হওয়ায় বই নিজে থেকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। সেজন্য, যেসব পাঠক—কোনো কারণে—বই-এর কাছে পৌঁছাতে পারে না, তাদের কাছে বই পাঠানোর প্রচেষ্টা করাটা হল খুবই প্রয়োজনীয় কাজ। অতএব, সম্প্রসারণ পরিষেবার উদ্দেশ্য হল তৃতীয় আইনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করা।

যাই হোক, সম্প্রসারণ কাজের উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নবর্ণিতভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ঃ

(১) যারা গ্রন্থাগার পরিষেবাকে ব্যবহার করে না,—তাদেরকে জানানো এবং এই পরিষেবায় আকৃষ্ট করা ;

(২) যারা গ্রন্থাগারকে আংশিকভাবে ব্যবহার করে,—তাদের জানানো গ্রন্থাগার তাদের বিশেষ ক্ষেত্রের বাহিরে অন্যান্য ক্ষেত্রে কী সুযোগ দিতে পারে ;

(৩) গ্রন্থাগার প্রদত্ত সুযোগসুবিধাকে পাঠকদের জানানো ;

(৪) পাঠক ও অ-পাঠক উভয়েই গ্রন্থাগার ও তার সম্পদ সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ;

(৫) প্রচারের মাধ্যম হিসাবে, গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক বা অন্য কিছু সাহায্য তালিকাভুক্ত করা ;

(৬) সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা ;

(৭) নিরক্ষরতা ও পড়ায় পিছিয়ে থাকা দূর করতে সাহায্য করা ;

(৮) বয়স্ক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করা।

১০.৪ প্রয়োজন

অতি-উন্নত শহরের, শহরতলীর বা গ্রামের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়, ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর কাছে সুযোগ-সুবিধা হিসাবে এই সম্প্রসারণ পরিষেবা দেওয়া থাকে ; ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর পক্ষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যাওয়া কষ্টকর বা ব্যয়সাধ্য হয়ে থাকে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের কাছে, এই সম্প্রসারণ পরিষেবা প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, কারণ ওই সদস্যগণ, নিম্নবর্ণিত কারণে, গ্রন্থাগারে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে করেন ঃ

(ক) তাঁদের শারীরিক অসামর্থ্য আছে ;

(খ) তাঁরা হলেন প্রতিষ্ঠানগত বা গৃহগত ;

(গ) তাঁদের যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা আছে।

এইসব মানবিক ও অর্থনৈতিক বিচার-বিবেচনার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবায়—সম্প্রসারণ পরিষেবা হল একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিশেষীকরণ। বিশেষ ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার দ্বারা, সম্প্রসারণ কাজ করা যেতে পারে, কিন্তু সম্প্রসারণ পরিষেবার ধারণা প্রায়শই সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

১০.৫ সীমাবদ্ধতা

সম্প্রসারণ কাজ, ভালো গ্রন্থাগার পরিষেবার অস্তিত্বকে, আগে থাকতে অনুমান করে নেয়। যোগ্য কর্মচারীর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া, এই কর্মসূচি সফল হবে না। অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা বা স্থানীয় উদ্যোগ হল এক্ষেত্রে খুবই জরুরি। জনগণ উদাসীন থাকলে, পরিষেবার সুস্থ বিকাশে কোনো বোঝানোই কার্যকর হবে না। সম্প্রসারণ পরিষেবা হল বহু গ্রন্থাগার সংগঠনের একটা অংশ ; কিন্তু এই পরিষেবার অবশ্যই কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আর্থিক ও বিচারবিবেচনার জন্য, কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিতেও পূর্ণ পরিষেবার জোগান দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীভূত পরিষেবার সঙ্গে তুলনায়, ব্যবহারকারী পিছু ভিত্তিতে, সম্প্রসারণের কাজ সাধারণত হল তথ্য সরবরাহ করার এক ব্যয়সাপেক্ষ মাধ্যম। সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, কার্যকর গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবার আবশ্যক উপাদান হিসাবে, সম্প্রসারণ পরিষেবাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রসারণ পরিষেবার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে। বলা হয় যে স্বাভাবিক গ্রন্থাগার পরিষেবা ছাড়া, অন্য ধরনের কাজকর্মের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের অর্থ এবং সময় কোনোটাই নেই। সমস্ত সংগৃহীত অর্থ প্রথমে গ্রন্থাগারের জন্যই ব্যয় করতে হবে এবং পরে, অর্থ বাড়তি হলে, সম্প্রসারণ পরিষেবার প্রশ্নটি উত্থাপিত হবে। যুক্তি দেখানো হয় যে গ্রন্থাগার যেসব দাবি পূরণ করতে সমর্থ হবে না, প্রচারের মাধ্যমে সেই সব দাবিকে সৃষ্টি করা হবে অবিজ্ঞনাগচিত কাজ। যাই হোক পাড়ার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য, এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রচারের জন্য সম্প্রসারণ পরিষেবার কাজকে ইউনেসকো (UNESCO) জোরলো সুপারিশ করেছে।

১০.৬ কার্যাবলি

ক্রমবর্ধমান শহরের ব্যবহারকারীদের নিকটে এবং গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন জনগণের কাছে, চিরাচরিত ঋণ পরিষেবার জোগানোর মাধ্যম হিসাবে—গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কাজের সূচনা হয়েছিল। চক্ষু-প্রতিবন্ধী, গৃহবদ্ধ এবং আর্থিক অসুবিধাগ্রস্তদের মতো বিশেষ জনগণের প্রয়োজন মেটাতে সম্প্রসারণ কৌশলকে আরও উন্নত করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে, উন্নত দেশে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের ধারণা অতিরিক্ত নতুন ইঙ্গিত দিচ্ছে ; এরূপ হওয়ার কারণ হল গ্রন্থাগার কম্পিউটার ব্যবহার করছে এবং বর্ধিতহারে জটিল তথ্য ব্যবহারকারীদের দাবি মেটাতে উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগনো হচ্ছে।

যাই হোক, উন্নত দেশের গ্রন্থাগারিকগণ, ধর্মপ্রচারকদের প্রকৃতি নিয়ে, সম্প্রসারণ পরিষেবার কাজে যুক্ত হবেন এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে বিচার-বিবেচনা করবেন ঃ

১০.৬.১ বক্তৃতা ও গোষ্ঠী সম্বন্ধীয় কাজ

কোনো গ্রন্থাগার সরাসরি নিজে থেকে বা অন্য গোষ্ঠীর সহযোগে বা নিজের বক্তৃতা কক্ষকে অন্য গোষ্ঠীর বক্তার জন্য দিয়ে—বক্তৃতার আয়োজন করতে পারে। বিশেষজ্ঞ বক্তার মাধ্যমে বিশেষ বিষয়বস্তুর উপরে বা সাধারণ প্রকৃতি সম্পন্ন বিষয়বস্তুর উপরে—বক্তৃতা হতে পারে। স্থানীয় অবস্থা ও অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপরে, বক্তৃতার বিষয়বস্তুর নির্ধারণ ও কর্মসূচির আয়তন নির্ভর করবে। ফিল্ম টুকরো ও অন্যান্য শোনা ও দেখার বস্তুর সহায়তা নিয়ে, উদাহরণ সহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থাটি বাঞ্ছনীয় হবে। বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বই ও অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের প্রদর্শন হল খুবই সাধারণ (common) বিষয়।

বই ও সাহিত্য আলোচনা করতে, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু—উভয়ের জন্য গ্রন্থাগার ক্লাব-এর সমাজকে—গ্রন্থাগার প্রতিভূ করতে পারে। নিরক্ষরতা দূর করতে, কম উন্নত দেশে বই ও সাহিত্য পাঠকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বই সপ্তাহ হল বই-এর প্রদর্শনী। বিখ্যাত বক্তাদের কর্মসূচিও থাকতে পারে। গ্রন্থাগারেও বই-এর উপরে গুরুত্ব দিয়ে, গ্রন্থাগার সপ্তাহ সংগঠিত করা যেতে পারে। আলোচনার সময়ে বা পারে, বক্তাকে সাহায্য করতে উদ্ধৃতি, ফোটোগ্রাফ, ছবি, ফিল্‌ম টুকরো, ডিস্ক, টেপ, রেডিয়ো, টেলিভিশন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১০.৬.২ প্রদর্শনী ও প্রদর্শন

প্রদর্শনী ও প্রদর্শন, বইকে ও সব ধরনের ব্যাখাকারক বই-এর উপাদানকে, ব্যবহার করে এবং এই কাজ সাধারণ (Common) সম্প্রসারণ কাজ হিসাবে পরিগমিত হয়। প্রদর্শন গ্রন্থাগার সাম্প্রতিকতম বই-এর সংযোজনকে জনগণের নজরে আনে। আবরণ (Jacket) সহ বিভিন্ন বই, আরও ভালোভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। স্থানীয় ইতিহাস, স্থানীয় উৎসব, জীবিকা ও পাঠ্যসূচি, কলা, ফোটোগ্রাফি, চিত্রবিদ্যা, বয়স্ক শিক্ষা, স্থানীয় স্থাপত্য সম্পদ-এর উপরে প্রদর্শনী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১০.৬.৩ প্রকাশন ও অন্যান্য মুদ্রিত বিষয়বস্তু

পাঠক ও অ-পাঠক উভয়কেই বোঝাবার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশিত বিষয়বস্তু, কিছু কিছু গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের প্রকাশনের মধ্যে স্থান পেয়েছে—বার্ষিক প্রতিবেদন, পাঠকদের উপদেষ্টা বই, মুদ্রিত তালিকা ও গ্রন্থবিবরণী, গ্রন্থাগার পত্রিকা ও অন্যান্য অনুরূপ প্রকাশন।

১০.৬.৪ জনসংযোগ

সম্প্রসারণ পরিষেবা ইঙ্গিত দেয় একটা ধারণার যা ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে এবং গ্রন্থাগারের মধ্যে ও বাহিরে উভয়ক্ষেত্রেই ভালো জনসংযোগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করার। গ্রন্থাগার পরিষেবায় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক সবসময়েই গুরুত্ব পায়। গ্রন্থাগার এবং জনগণের মধ্যে কেবলমাত্র জনসংযোগ গড়ে ওঠে না, গ্রন্থাগার ও পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যেও জনসংযোগ গড়ে ওঠে। জনসংযোগ গ্রন্থাগার আইনের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যাও দাবি করে। গ্রন্থাগার পরিষেবার সর্বক্ষেত্রে, পাঠকদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠকদের জন্য উপদেষ্টারা থাকবেন। এই উদ্দেশ্যে, পড়াশোনার জন্য সমীক্ষা চালানো যেতে পারে। সংবাদপত্র হল প্রচারের মাধ্যম এবং এই মাধ্যমকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানো উচিত। সম্ভব হলে, সরাসরি বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত প্রচারও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ব্যবস্থা কর্মচারী ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

১০.৬.৫ শিশুদের জন্য সম্প্রসারণ কাজকর্ম

গ্রন্থাগারে আসার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করতে, শিশু-গ্রন্থাগার গল্প বলা, নাটক পাঠ, ফিল্‌ম দেখানো, কথোপকথন এবং সম্প্রসারণ পরিষেবার অন্যান্য আকর্ষণীয় মাধ্যমগুলিকে কার্যকর করতে ব্যবস্থা নেবে। সম্প্রসারণ কাজের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হল—গ্রন্থাগার ক্লাব ও স্টাম্প ক্লাব গড়ে তোলা এবং শিশুদের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

১০.৬.৬ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি তাদের সম্প্রসারণ পরিষেবার মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করছে। তারা নাটক, পুতুল প্রদর্শনী ও সব ধরনের সংগীতের ব্যবস্থা করে। ব্যালে ও নৃত্যনাট্য প্রদর্শন এবং মেলা-সংগঠন, সম্প্রসারণ কাজ হিসাবে, জনগণের উপরে ভালো প্রভাব ফেলেছে।

১০.৬.৭ বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়ন

সাধারণ গ্রন্থাগার আয়োজিত বয়স্ক শিক্ষা মূলতঃ বোঝায়—গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের দ্বারা অপ্রচলিত পদ্ধতিতে বই পড়া। বয়স্ক শিক্ষার যে-কোনো কর্মসূচির সাফল্যের জন্য দক্ষ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হল প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট। ১৯৭২ সালে, ইউনেসকো—শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করেছিল। কমিশনের প্রতিবেদনের শিরোনামটি হল 'হওয়ার জন্য শিক্ষাগ্রহণ' ('Learning to be')। এই প্রতিবেদনে একুশটি বিষয়ের উপরে সুপারিশ করা হয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্যের স্বার্থে, নিম্নবর্ণিত তিনটি সুপারিশ হল লক্ষ্যণীয় ঃ

(১) প্রতিটি ব্যক্তিকে সারাজীবন ধরে শিক্ষাগ্রহণ করার অবস্থায় থাকতে হবে। সারাজীবন ধরে শিক্ষার ধারণাটি হল শিক্ষিত সমাজের মূল ভিত্তি।

(২) শিক্ষাপদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি হল শিক্ষা।

(৩) বয়স্ক শিক্ষায়, স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ হল কেবলমাত্র একটি মুহূর্ত, একটি উপাদান।

একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগার বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কার্যতঃ অধিকাংশ সম্প্রসারণ পরিষেবাই বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যথার্থ প্রচার মাধ্যম হতে পারে।

ভারতে, জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি—১৯৭৭ অবিচ্ছিন্ন নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার ধারণার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেছিল। বলা হয়ে থাকে যে বয়স্ক শিক্ষা স্বাক্ষরতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু এই কাজের মধ্যেই বয়স্ক শিক্ষা নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নে, অবিচ্ছিন্নতা হল মূল কারক (factor)। কার্যত, বয়স্ক শিক্ষা এবং স্বাক্ষরতার সব কর্মসূচি, অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থার দ্বারা, অবশ্যই অনুসৃত হবে। অবিচ্ছিন্ন শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে গ্রন্থাগার পরিষেবা, গোষ্ঠী আলোচনা ও সংগঠিত শিক্ষার অন্যান্য রূপ, গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কাজকর্মের পুনরায় সক্রিয় হওয়া এবং উৎসব এবং সামাজিক কাজ।

নিয়মবহির্ভূত শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নে, সাধারণ গ্রন্থাগার নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করবে ঃ

(i) স্থানীয় অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সংগঠিত করার মাধ্যমে, নৈশ বিদ্যালয় সংগঠিত করার মাধ্যমে এবং অনুরূপ পদ্ধতিতে—নিরক্ষরতা দূরীকরণ ;

(ii) কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার সংগঠন ;

(iii) সমাজের চিরাচরিত সংস্কৃতির সংরক্ষণ ;

(iv) বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-গোষ্ঠীর সংরক্ষণ ;

(v) পাঠ্যসূচির সংগঠন ;

(vi) রেডিয়ো, টেলিভিশন, ফিল্ম প্রদর্শন-এর মতো গণ-মাধ্যম যোগাযোগ-এর যথোচিত ব্যবহার ;

(vii) সমাজের কুটিরশিল্প, কৃষিজাত দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যের উপরে প্রদর্শনী।

অবিচ্ছিন্ন প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল ইউ.জি.সি. ইনস্যাট শিক্ষামূলক টি.ভি কর্মসূচি। প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার নিস কর্মসূচির মধ্যে, কোনো গ্রন্থাগার এই কার্যযোজনাকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে পারে।

১০.৬.৮ ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা

কেন্দ্র বা শাখা গ্রন্থাগার প্রবেশাধিকারহীন গ্রন্থাগারিকগণ নাগরিকদের পরিষেবা যোগান দেওয়ার চিন্তায় সঞ্চলিত হয়েছে এবং সরবরাহ পদ্ধতির এক আকর্ষণীয় রূপকে উদ্ভাবন করেছেন ঃ

এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তিচালিত ভ্রাম্যমাণ বই পরিষেবা কয়েক শত বই বহন করে এবং বহুদূরবর্তী স্থানে ঋণ হিসাবে বই সরবরাহের এই পদ্ধতিটি এক কার্যকর মাধ্যম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিটি স্থানের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা থাকে এবং এই সময়সূচি আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ভারতে, ভ্রাম্যমাণ বই পরিষেবা অনেক সময়ে রিক্সা বা সাইকেলে কাজ চালায়। এই ধরনের পরিষেবার জন্য আর্থিক সাহায্যে দেওয়ার কর্মসূচি, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের কাছে।

১০.৬.৯ ডাকযোগ বা ফোনের মাধ্যমে তথ্য পরিষেবা

গ্রামাঞ্চলে জনগণের কাছে বই পৌঁছানোর জন্য এক সম্প্রসারণ পরিষেবার উদ্ভাবন হয়েছে ; ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে অনুরোধ গ্রহণ করতে এবং তাদের অনুরোধ অনুযায়ী বই ও অন্য তথ্য সরবরাহ করতে—ডাক ও ফোন-এর ব্যবহার উন্নত দেশে সাধারণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

'Dial-A-Book' এবং 'Dial-A-Fact' ঃ এই দুটি বিষয় উন্নত দেশে প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। 'Dial-A-Book' এই বিষয়টি গ্রামীণ পরিষেবা সম্প্রসারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ধরনের সম্প্রসারণ ব্যবস্থায় কোনো গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ফোনের মাধ্যমে তথ্যের সরবরাহের জন্য অনুরোধ পায় এবং গ্রহীতার কাছে বই পাঠিয়ে অনুরোধের উত্তর দেয়, ফিরত ডাকের ছাপ সহ।

'Dial-A-Fact' হল টেলিফোনের মাধ্যমে পরিচয়জ্ঞাপক (reference) তথ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ; প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিবরণীর তথ্য বা অন্য ধরনের ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য-এর জন্য, এই ব্যবস্থা যে-কোনো পৃষ্ঠপোষককে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সুযোগ দেয়।

১০.৭ বিশেষ জনগোষ্ঠী

সম্প্রসারণ কাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—দৃষ্টিহীনদের জন্য পরিষেবা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে পরিচিত, এই ধরনের সম্প্রসারণ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রেকর্ড-করা বই ও ব্রেইল বই বিতরণ কর্মসূচি ; এই বিতরণ কর্মসূচির দায়িত্বে রয়েছে অন্ধদের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং কংগ্রেসের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থাগার। এই পরিষেবা জনগণের কাছে কথা-বলা গ্রন্থ পরিষেবা (Talking book service) হিসাবে পরিচিত হয়েছে। দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্ধ ব্যক্তিদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য একটি কর্মসূচি আছে এই গ্রন্থাগার ভারতী ব্রেইল (Bharati Braille) পদ্ধতি বই তৈয়ারি করে। অন্যান্য বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বন্দী ও রোগী জনগণ। দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় কারাগারেও বিভিন্ন হাসপাতালে বই সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। ব্রিটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার এই ধরনের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশংসনীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

১০.৮ নতুন প্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ

বাসস্থানে ও গ্রন্থাগারে, ছোট-কম্পিউটার ও অন্যান্য কম্পিউটার ব্যবস্থার ব্যবহার মামুলি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে টেলি-যোগাযোগের দ্বারা সমর্থিত হয়ে সব প্রযুক্তি সম্প্রসারণ পরিষেবার পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে, বিশেষ করে উন্নত দেশে প্রভাবিত করেছে। বাসস্থানে বা অফিসে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে—টেলিফোনের মাধ্যমে—অনলাইন গ্রন্থাগার তালিকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। গ্রন্থাগার থেকে দূরে বাড়িতে অবস্থানকারী ব্যবহারকারী ও অন্যান্যদের কাছে এবং গ্রন্থাগারে অবস্থানকারী ব্যবহারকারীদের নিকটে অন-লাইনে (on line), সহায়ক গ্রন্থ (reference) ও তথ্যাদির পূর্ণ-বয়ান ডাটাবেস (full-tex database) পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

সহায়ক গ্রন্থের তথ্য পরিষেবার সমর্থনে, গ্রন্থাগার থেকে বাড়িতে ব্যবহারকারীদের নিকটে পূর্ণ-বয়ান ভিডিও-এর ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া হবে। স্থানীয় মাস ডাটা সংগ্রহ (Local mas data storage)-এর উন্নয়ন, শেষ অবধি, গ্রন্থপঞ্জির বা গ্রন্থভিত্তিক তথ্যের ডাটাবেসকে (database) বাড়িতে ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য—ডিস্ক বা ক্যাসেট এককে ঋণ দিতে সাহায্য করবে।

নতুন তথ্যপ্রযুক্তিতে, এইসব পরিশীলন এবং অনুরূপ অন্যান্য উন্নয়ন এইটাই প্রকাশ করে যে দূরবর্তী স্থান থেকে, গ্রন্থাগার সম্পদকে ব্যবহার করার ক্রমবর্ধমান সামর্থকে তথ্যব্যবহারকারীরা প্রত্যক্ষ করবে।

১০.৯ উপসংহার

দক্ষ সংগঠন ও আয়োজন এবং বই ও জনগণ সম্বন্ধে জ্ঞান—এইগুলিকেই গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ দাবি করে। প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ কর্মচারী থাকা, এক্ষেত্রে, বাধ্যতামূলক। গুণমানসমৃদ্ধ কর্মচারী রাখার গুরুত্বটি পুনরায় গুরুত্ব পেয়েছে কারণ এটা হল একটি ঘটনা যে একটি সুসংগঠিত গ্রন্থাগার পরিষেবা বই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথ্যও সরবরাহ করে ; এইসব তথ্য দক্ষ রেফারেন্স (reference) কর্মীদের দ্বারা বহুধরনের উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। প্রতি বছর, জনগণকে আকৃষ্ট করে এমন সব বিষয়ের উপর ক্রমবর্ধিত হারে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়ে থাকে। প্রায় তিনটি সাধারণ বিষয়বস্তুর উপরে মুদ্রিত উপকরণের পরিমাণ প্রতি দশ থেকে কুড়ি বছরে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। কিছু সমাজতাত্ত্বিক দ্বারা 'তথ্য সমাজ' হিসাবে অভিহিত এইসব উপকরণের পরিমাণ, সম্প্রসারণ পরিষেবা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে, গ্রন্থাগারিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

তথ্যের বর্ধিত পরিমাণ, ব্যবহারকারীদের পক্ষে উপকরণের স্থান নির্দিষ্ট করার কাজকে আরও শক্ত করে তুলেছে। সৌভাগ্যবশত গ্রন্থাগারিকদের কাজে সহায়তাকারী যন্ত্রগুলি উন্নত হয়ে উঠছে। যন্ত্রগুলির মধ্যে অনেকেই গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে ; তথ্য উদ্ভবের কারণে, এইসব সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি থেকে ওইসব সাহায্যকারী যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। ছোট যন্ত্রের মধ্যে বেশি পরিচিত হল—মাইক্রোফিল্ম (micro-films) ও মাইক্রোফিকে (microfiche); এইসব ছোট যন্ত্রের উৎপাদন কম জায়গার মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে রাখাকে সম্ভব করে তুলেছে। কম্পিউটার হল প্রযুক্তিগত অগ্রগতির আর একটি নিদর্শন এবং এইসব কম্পিউটার গ্রন্থাগারিকদের প্রভূত সহায়তা করে থাকে।

নিষ্ফল প্রচেষ্টা, হতাশা ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়াতে হলে, সূচনাতে গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি বাস্তবভিত্তিক, যুক্তিসংগত কর্মসূচি রচনা করা অত্যাবশ্যক। একটি কার্যকর গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কর্মসূচি অবশ্যই তার কাজের অবস্থার উপরে মনোযোগ দেবে। গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ হল গ্রন্থাগার সম্পদের সৃজন ও বর্ধনের এবং

তাদের ব্যবহারকে সুনিশ্চিতকরণের পদ্ধতি—এটা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না। ধাপে ধাপে একে গড়ে তুলতে প্রয়োজন হল পরিপোষণের।

গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ, অংশগ্রহণ করার বাসনা বা স্থানীয় উদ্যোগ হল এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে-কোনো কার্যকর গ্রন্থাগার পরিষেবা এই উভয় বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সমাজের অভিব্যক্তি অন্তর্নিহিত থাকবে।

অন্যান্য প্রতিটি দেশের মতো, আমাদের দেশে কিছু ব্যক্তি আছে যারা পড়তে পারে, কিন্তু পড়বে না এবং অরেকটি শ্রেণি আছে যারা পড়তে পছন্দ করে, কিন্তু প্রস্তুত না হওয়ার জন্য পড়তে পারে না। দেশের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি থাকলে, কম-নিরক্ষরতা যুক্ত দেশের সঙ্গে সমপরিমাণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করার আশা নিরর্থক হবে। কিন্তু এই কারণটি কোনোভাবেই এই ধারণাকে সমর্থন করে না যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আনুপাতিকভাবে কমানো যেতে পারে।

আমাদের দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার-জাল ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠিত করার মাধ্যমে—আমরা মিতব্যয়কে কার্যকর করতে পারি ; তথ্যের বিকাশকে কার্যকর করতে, এই ব্যবস্থা গ্রন্থাগারিকদের সাহায্য করবে। তথ্য বস্তু ও পরিষেবা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে, গ্রন্থাগারিকদের একটি গোষ্ঠীকে গ্রন্থাগার-জাল ও ব্যবস্থা সমর্থ করে তোলে।

সাধারণ লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে, বক্তৃতার সংখ্যার মাধ্যমে বা প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে বা সাম্প্রতিক প্রকাশনা বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার মাধ্যমে বা চলমান বই-ব্যবস্থার উৎকর্ষতার মাধ্যমে—কোনো গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ পরিষেবার দক্ষতা পরিমাপ করা যায় না ; এই ব্যবস্থাকে মঙ্গালজনকভাবে ব্যবহারকারীদের সংখ্যার উপরেই, ওই দক্ষতাকে পূর্ণভাবে পরিমাপ করা যায়। সম্প্রসারণ পরিষেবার মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলাই হবে গ্রন্থাগার কর্মচারীদের কর্তব্য।

১০.১০ অনুশীলনী

১. গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কাজকর্মের প্রয়োজন বর্ণনা করুন। এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা কী কী ?

২. গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত কাজকর্মগুলি বর্ণনা করুন।

৩. গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পরিষেবার উপরে নতুন প্রযুক্তির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪. কীভাবে সম্প্রসারণ পরিষেবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তৃতীয় আইনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে ?

১০.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. Johnson, D. F. : Extension Services. In ALA world encyclopedia in library and information Services, 2nd ed., 1986, pp. 274-277.

২. McCalvin, L. R. : Public Library extension, Paris UNISCO, 1950.

৩. Potter, Donald C : Extension work, public library. In Encyclopedia of library and information Science, ed. by A. Kent and others, Vol-8, pp. 330-337.

৪. Ranganathan, S. R. : Five laws of library Science. UBS Publishers, Publishers, Distributors, 1989.